গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৩০ সংখ্যা | ৭ - ১৩ মার্চ ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

প্রতিবাদী ছাত্রদের উপর দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কনভয়

এআইডিএসও-র ডাকে ছাত্র ধর্মঘটে টিএমসিপি-র হামলা

আক্রান্ত ৩৫, গুরুতর আহত ১৩ গ্রেপ্তার ১১

প্রতিবাদী ছাত্রের ওপর দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কনভয়ের গাড়ি চালিয়ে দেওয়া ও কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও থ্রেট সিন্ডকেট বন্ধের দাবিতে ৩ মার্চ এআইডিএসও-র ডাকা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মঘটে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল সমর্থন লক্ষ্য করে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতী-টিএমসিপি একযোগে হামলা চালায়। তাদের সাহায্য করে রাজ্য সরকারের পুলিশ বাহিনী। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুষ্কৃতী বাহিনী এবং পুলিশের যৌথ আক্রমণে সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা তনুশ্রী বেজ সহ ছাত্র-ছাত্রী কর্মীরা গুরুতর আহত হন। এক ছাত্রী কর্মীর জামা ছিঁড়ে দেওয়া হয়। সেই অবস্থাতেই পুলিশ আবার তাদের শারীরিক আক্রমণ করে এবং গ্রেপ্তার করে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া বনমালী কলেজে সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড নিরুপমা বক্সী সহ সংগঠনের অন্য কর্মীদের ওপর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুষ্কৃতী বাহিনী নৃশংস আক্রমণ চালায়। মহিলা কর্মীদের ওপর ওই দুষ্কৃতী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে। কোচবিহার শহরে এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদক কমরেড আসিফ আলমকে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। পুলিশ আক্রমণকারীদের বদলে আক্রান্ত এআইডিএসও কর্মীদেরই গ্রেফতার করে। ওই জেলার হলদিবাড়ি কলেজে পিকেটিং চলার সময় তৃণমূলআশ্রিত বহিরাগত দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করলে চারজন ছাত্র কর্মী গুরুতরভাবে আহত হন। শিলিগুড়িতে তৃণমূলআশ্রিত দুষ্কৃতীদের আক্রমণে পাঁচজন আহত হয়েছে, দুজন গুরুতরভাবে জখম হয়।

একই ভাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া

আটের পাতায় দেখুন

- *বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এআইডিএসও কর্মীদের গ্রেফতার র‍্যাফের*

- *(ডান দিকে) শিলিগুড়ি শহরে টিএমসিপি গুন্ডাদের আক্রমণে গুরুতর আহত এআইডিএসও-র ছাত্রী কর্মী*

তীব্র নিন্দা এসইউসিআই(সি)-র

এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

"রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজ ছাত্র ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের উপর যেভাবে তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে, বিশেষত ছাত্রীকর্মীদের মারধর করেছে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে, এমনকি তৃণমূল সরকারের পুলিশও হামলা করে গ্রেফতার করেছে, থানার মধ্যে ছাত্রীদের পর্যন্ত প্রবল মারধর করেছে— আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

হামলায় অনেকেই গুরুতর আহত। ছাত্রদের উপর শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার মতো জঘন্য ঘটনার পর শাসকদলের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের নিন্দা জানানোর কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। এই ঘটনা বিগত সরকারগুলির আমলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ছাত্রদের ওপর দুষ্কৃতীদের হামলার বীভৎসতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। রাজ্যের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এই হামলার প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।"

স্বাস্থ্যসমস্যার সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে কিছুই পাওয়া গেল না

দীর্ঘ বিলম্বে হলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের নিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল, এমএসভিপি এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বিভিন্ন স্তরের চিকিৎসক এবং জুনিয়র ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্রদের আহ্বান জানানো হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরামের মতো সংগঠনগুলি বৈঠক বয়কটের কথা ঘোষণা করে।

পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ক্ষেত্র তথা সামাজিক ক্ষেত্র দীর্ঘদিন ধরে যে ভাবে আন্দোলিত হয়ে চলেছে, বিশেষত অভয়াকাণ্ডের ন্যায়বিচার চেয়ে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যজগতে যে দুর্বার আন্দোলন চলছে এবং দাবিগুলি পূরণ না হওয়ায় ঘটনার ছয় মাস পরেও যে অস্থিরতা চলছে, চিকিৎসকদের মধ্যে যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছে, মাঝে মধ্যেই যার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে, সেই সময়ে চিকিৎসকদের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সভার আয়োজন করায়, তা রাজ্যের মানুষের মনে অনেক আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু এই সভায় দায়িত্বশীল এবং স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে লাগাতার কাজ করা সংগঠনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা করাই হয়নি।

দুয়ের পাতায় দেখুন

এ বার লড়াই শুধু দিল্লি বর্ডারে হবে না হবে সারা দেশ জুড়ে

শহিদ মিনারের কৃষক-মজুর সমাবেশে নেতৃবৃন্দের দৃপ্ত ঘোষণা

এ দেশের কৃষক আন্দোলন নতুন মাত্রা নিতে চলেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ভারতের ১৭টি রাজ্যের রাজধানী শহরে এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে কৃষক সমাবেশগুলি সে কথাই জানিয়ে দিল। ওই দিন কলকাতার শহিদ মিনারের সমাবেশে বিশাল কৃষক জমায়েতের সামনে সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ জানালেন, কেন্দ্রের সরকার 'ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেম ওয়ার্ক অন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং' নামে একটা খসড়া নীতি চালু করতে চাইছে। এই নীতিতে অনেক ভাল ভাল কথার আড়ালে দেশের কৃষক-খেতমজুর সহ সাধারণ জনগণের উপর ভয়ানক এক আক্রমণ নামিয়ে আনতে চলেছে। এতে এমএসপি নিয়ে কোনও কথা নেই। সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি চাষের উপকরণ চাষিরা কী ভাবে সস্তায় পাবে তার কোনও উল্লেখ নেই। এতে পরিষ্কার

তিনের পাতায় দেখুন

শহিদ মিনারে কৃষক সমাবেশের একাংশ। ২৫ ফেব্রুয়ারি

মুখ্যমন্ত্রীর সভা

একের পাতার পর

শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনেই ফিরে যেতে হয়েছে চিকিৎসকদের। তা সত্ত্বেও অনেকের আশা ছিল স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মূল সমাস্যাগুলি মুখ্যমন্ত্রী কিছু অন্তত বলবেন। কিন্তু তিনি সমস্যার সমাধান নিয়ে দূরের কথা, সেগুলিকে ধামাচাপা দিতেই নানা কৌশল সাজালেন।

অভয়া খুনের ন্যায়বিচার এখনও হয়নি। গোটা স্বাস্থ্যজগতে, বিশেষত আর জি কর মেডিকেল কলেজে সিন্ডিকেটরাজ, থ্রেট কালচার, চুরি-দুর্নীতি সমস্ত সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেছিল এবং তার পরিণতিতেই কর্তব্যরত অবস্থায় ওই হাসপাতালে একজন তরুণী চিকিৎসকের ভয়ঙ্করতম খুন ও ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটতে পেরেছিল। সেই ঘটনার সাথে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল, যারা তথ্য প্রমাণ লোপাট করেছিল এবং যারা এই ঘটনার মদতদাতা, তাদের প্রায় কাউকেই চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়নি। ফলে পুনরায় তাদের মধ্যে অনেকেই কলেজে ঢুকে সন্ত্রাস ও ভয়ের পরিবেশ ফিরিয়ে আনছে। গভীর উদ্বেগের বিষয় যে, যে ধরনের ভয় সন্ত্রাসের পরিবেশ চলতে চলতে এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক খুন-ধর্ষণের ঘটনা ঘটল, সেই পরিবেশ আবারও ফিরে আসতে শুরু করেছে। ফলে আশা করা গিয়েছিল অভয়াকাণ্ডে জড়িতদের সকলে যাতে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি পায় এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যাতে সিন্ডিকেট রাজ, চুরি দুর্নীতি, থ্রেট কালচার বন্ধ হয়, সেই মর্মে মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা তার ধারকাছ দিয়েও গেল না।

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ স্ট্যান্ডার্ড-এর সার্ভের তথ্যে উঠে এসেছে, (এই সার্ভের কাজ রাজ্য সরকারের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাই করেছেন) রাজ্যের কোনও হাসপাতালই পরিকাঠামো এবং ডাক্তার নার্স স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যার দিক থেকে পঞ্চাশ শতাংশ নম্বরও পায়নি। রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালেই সাফাই কর্মী এবং গ্রুপ ডি-র পদ সত্তর থেকে আশি শতাংশই ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এই সব পদ পূরণের কোনও ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী করলেন না।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল অফিস থেকে আচমকা হানা দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জাল ওষুধের সন্ধান পাচ্ছে। রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোলের চূড়ান্ত ভগ্ন পরিকাঠামো এবং নিষ্ক্রিয়তার ফলে গোটা রাজ্যই আজ অত্যন্ত নিম্নমানের, এমনকি জাল ওষুধে ছেয়ে গেছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ আশা করেছিল, তাদের জীবনের এবং স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী ওষুধের গুণমান পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন এবং পরীক্ষায় পাশ না করা পর্যন্ত কোনও ওষুধই যাতে ব্যবহার না করা হয় তা নিশ্চিত করবেন। নিম্নমানের স্যালাইন ও ওষুধের দায় এবং বিপুল লোকবল ঘাটতির দায় কোনও ভাবেই চিকিৎসকদের উপর চাপাবেন না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা থেকে এ সব কিছুই পাওয়া গেল না।

দীর্ঘ দু'বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে কালো তালিকাভুক্ত কোম্পানির যে রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন চলছে এবং তার কারণেই প্রসূতি মায়েদের মৃত্যু ঘটছে তা নিয়ে প্রশাসন এতদিন কেন নীরব থাকল এবং সেই কোম্পানির বিরুদ্ধেশাস্তিমূলক ব্যবস্থা কেন আজও নেওয়া হল না, বরং ওই কোম্পানিকে ক্লিনচিট দিয়ে দেওয়া হল, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও জবাব পাওয়া গেল না। উপরন্তু দূষিত স্যালাইন দেওয়ার ফলেই যে মায়েদের মৃত্যু তা স্বীকার না করে স্বাস্থ্য দপ্তর মেদিনীপুরে প্রসূতি মৃত্যুর দায় ডাক্তারদের উপর চাপালেন। অবশেষে আন্দোলনের চাপে সভা থেকে শুধুমাত্র ছ'জন জুনিয়র ডাক্তারের উপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ধনধান্যের মিটিং গণতন্ত্রের পক্ষে বাস্তবে এক অশনি সংকেত। অভিযোগের নিষ্পত্তি বা গ্রিভ্যান্স রিড্রেসালের নাম করে ছাত্র-ছাত্রী ও চিকিৎসক সমাজকে তাদের কোনও অভিযোগই বলতে দেওয়া হল না, একতরফা বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। মেডিকেল কলেজের প্রফেসর, ডাক্তার ও ছাত্ররা মূক শ্রোতা হয়েই থাকলেন। এই চিকিৎসককুল অনুগত সেবকের মতো শাসকের কথায় সায় দিয়ে যাবেন—এটাই কি তাঁদের কর্তব্য!

চিকিৎসকদেরকে রাজনৈতিক রংয়ের ঊর্ধ্বে থাকার কথা বলে তাঁদের শাসক দলের আজ্ঞাবহ থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, চিকিৎসক সমাজ যা ভাল চোখে দেখছে না। তিনি বললেন, ভাল কাজ করলে ডাক্তারদের ভয় নেই। সরকার তাদের দেখবে। তা হলে তো প্রশ্ন থেকেই যায় যে, আর জি করের নিহত চিকিৎসক ছাত্রী কি ভাল কাজ করেননি? মুখ্যমন্ত্রী কাদের কাজকে ভাল বলে মনে করেন, যে সব চিকিৎসক শাসক দলের হয়ে সিন্ডিকেট রাজ চালায়, অভয়াকাণ্ড ঘটায়?

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপুল ঘাটতি পদ এবং পরিকাঠামো পূরণের কথা না বলে, বিপুল পরিমাণ উন্নয়নের কিছু অসত্য তথ্য তিনি তুলে ধরলেন। ডাক্তারদের দুর্নীতিগ্রস্ত বদলি প্রক্রিয়া, যার উপর রমরমিয়ে সিন্ডিকেট রাজ চলছে এবং যে অন্যায় বদলি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে চিকিৎসকরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার, তার নিষ্পত্তির ব্যাপারে এই গ্রিভ্যান্স রিড্রেসালের মিটিংয়ে একটি কথাও বললেন না মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে যে সব অর্থনৈতিক প্যাকেজ ঘোষণা করলেন, তা কার্যত অভয়াকাণ্ডের ন্যায়বিচার এবং স্বাস্থ্য জগতের সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে তা থেকে চিকিৎসকের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই করা হয়েছে। যদিও এ রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রের চেয়ে অনেক কম ভাতায় কাজ করতে বাধ্য হন, তা সত্ত্বেও অভয়া আন্দোলনে ভাতা বাড়ানোর দাবি উঠে আসেনি। কলেজে কলেজে খেলাধুলো-উৎসবের জন্য টাকাও আন্দোলনকারীরা চাননি। তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন ন্যায়বিচার ও দুর্নীতিমুক্ত কাজের পরিবেশ। অথচ মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য জুড়ে মেলা-খেলার নামে ক্লাবগুলোতে টাকা ছড়িয়ে অপসংস্কৃতির প্রসার ঘটাচ্ছেন, মানুষের নৈতিক মানের অধঃপতন ঘটিয়ে মানুষকে কেবল ভোটযন্ত্রে পরিণত করছেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সেই সুরই শোনা গেল। কিন্তু তিনি জানেন না ঐতিহাসিক অভয়া আন্দোলন চিকিৎসক সমাজে এবং জনসমাজে যে উন্নত নীতি-নৈতিকতার জন্ম দিয়েছে সেখানে আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে তাঁর এই প্রলোভনে জুনিয়র ডাক্তার ও চিকিৎসক সমাজ আন্দোলনের পথ ছাড়বে না।

সার্বিকভাবে এই মিটিংয়ে চিকিৎসকস্বার্থ, রোগীস্বার্থ, জনস্বাস্থ্য কোনও সমস্যারই সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। রয়েছে কেবল আন্দোলন দমন করার এবং একদল দলদাস তৈরির অপচেষ্টা। অভয়ার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধেআন্দোলনে যাঁরা প্রথম সারিতে ছিলেন সেই সব জুনিয়র ডাক্তারদের বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা করার চেষ্টা চলছে, ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের যে বিশেষ নির্দেশ ছিল, 'আন্দোলনকারীদের ওপর বিশেষ করে জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের ওপর অন্যায় ভাবে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, তাকে পারতপক্ষে বুড়ো আঙুল দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সভাঘরে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় জনসাধারণের সামনে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, রাজ্যভিত্তিক টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছিল। কথা ছিল, এতে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা থাকবেন এবং জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিরা থাকবেন এবং মহিলা প্রতিনিধিরাও থাকবেন। এই টাস্ক ফোর্স প্রতি মাসে বৈঠক করবে, রিপোর্ট জমা দেবে। এখনও পর্যন্ত গত ৬ মাসে টাস্ক ফোর্সের একটাও মিটিং কেন হল না? তার জবাবও মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে মেলেনি।

বাস্তবে এই ধরনের সভার আয়োজন শাসকের ক্ষমতা প্রদর্শন এবং চিকিৎসক সমাজকে দলদাসে পরিণত করবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু না। সভা থেকে কোথাও অভয়ার ন্যায়বিচার, চিকিৎসা ও মেডিকেল শিক্ষার পরিকাঠামোর প্রকৃত উন্নয়ন, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ, নারী দিবসের প্রাক্কালে মেয়েদের কাছে ভয়মুক্ত ক্যাম্পাস গড়ে তোলার ও সর্বোপরি থ্রেট কালচারের মাথাদের বিরুদ্ধেশাস্তি বিধানের কোনও প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল না।

আশার কথা সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, নার্সেস ইউনিটির মতো সংগঠনগুলি এই দলদাসত্বের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা পেশার মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার শপথ নিয়েছে। তাঁরা ২৪ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলমত নির্বিশেষে চিকিৎসক নার্স স্বাস্থ্যকর্মী ও জনসাধারণের সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলে গণতান্ত্রিক পথে শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অভয়ার ন্যায়বিচারের আন্দোলনকে সামনে রেখে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

জীবনাবসান

কোচবিহার জেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড মকসেদুল হক ১৪ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ রোগ ভোগের পর নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এলাকার লোকজন ও পার্টির কর্মী-সমর্থকেরা তাঁর বাসভবনে সমবেত হন। মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও হলদিবাড়ি লোকাল সম্পাদক কমরেড রুহুল আমিন, দেওয়ানগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষে কমরেড পবিত্র বর্মন, এআইকেকেএমএস-এর ব্লক সম্পাদক কমরেড সাত্তার সরকার, হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য বসন্ত রায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গত শতকের ষাটের দশকের শেষ দিকে দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদক ও প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রয়াত কমরেড সুব্রত চৌধুরীর নেতৃত্বে হলদিবাড়িতে বিভিন্ন গণআন্দোলন সহ বর্গাচাষির অধিকার রক্ষায় জোতদারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই সময় উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে স্থানীয় জোতদারদের বিরুদ্ধে বর্গাচাষিদের স্বার্থরক্ষার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কমরেড মকসেদুল হক ১৯৬৯ সালে এসইউসিআই(সি)-র সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীকালে খাদ্যের দাবিতে বিশাল মিছিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কনভয় আটকে দেওয়ার মতো কর্মসূচিতে তিনি নেতৃত্ব দেন। হলদিবাড়িতে প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড নীহার মুখার্জীর জনসভা ফরওয়ার্ড ব্লক ভেঙে দেওয়ার পরিকল্পনা করলে কমরেড শঙ্কর গাঙ্গুলী, প্রয়াত কমরেড জলিল প্রামাণিক সহ কমরেড মকসেদুল হক সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্গাচাষিদের সংগঠিত করে তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন হলে কমরেড সুবল দে, কমরেড রুহুল আমিন, কমরেড স্বপন দত্ত, কমরেড দীপক চৌধুরী আক্রান্ত হন। জোতদারদের আক্রমণে কমরেড দীপক চৌধুরীর জীবন সংশয়াপন্ন হয়। এই ঘটনায় সমস্ত ব্লক জুড়ে বর্গাদাররা এসইউসিআই(সি)-র সঙ্গে যুক্ত হন।

এই এলাকায় বার বার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পঞ্চায়েত নির্বাচিত হয়। একবার কংগ্রেস, সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লকের যৌথ প্রচেষ্টায় এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থীকে হারানোর চেষ্টা করলে তাঁর নেতৃত্বে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। বামফ্রন্টের পুলিশ প্রতিরোধ ভাঙতে সে দিন লাঠিচার্জ সহ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়।

এ ছাড়া সমস্ত স্থানীয় আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের স্বার্থে আজীবন লড়াই করেছেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। মকসেদুল হকের প্রয়াণে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে।

কমরেড মকসেদুল হক লাল সেলাম

লেবেল ক্রসিং চাই, বিক্ষোভ ভোগপুরে

২৩ ফেব্রুয়ারি রাতের অন্ধকারে পূর্ব মেদিনীপুরের ভোগপুর স্টেশন সংলগ্ন লেভেল ক্রসিংয়ে লোহার খুঁটি পুঁতে দিয়ে গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দেয় রেল দপ্তর। বিকল্প ব্যবস্থা না করে গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়ায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা ভোগপুর রেলওয়ে লেবেল ক্রসিং নির্মাণ ও উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে লেবেল ক্রসিং সংলগ্ন স্থানে ২৮ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ দেখান। উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি সুখেন্দু শেখর জানা, সহ সভাপতি মধুসূদন বেরা, যুগ্ম সম্পাদক বাণেশ্বর নাটুয়া ও চন্দন সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন ভোগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই প্রাক্তন প্রধান সুকুমার সাউ ও তপন ঘড়া এবং বর্তমান প্রধান হাসনা বানু খাতুন প্রমুখ। এর পরে স্টেশন মাস্টারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে তিনশতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আজ ব্যক্তিস্বাধীনতা শুধু পুঁজির মালিকদেরই আছে

জে ভি স্ট্যালিন

(সমাজতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী, সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন অসুস্থ থাকায় ১৯৫২ সালে অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশ কংগ্রেসে তাঁর গাইডেন্সে লিখিত মূল রিপোর্টটি পেশ করেন কমরেড ম্যালেনকভ। ১৪ অক্টোবরের শেষ অধিবেশনে কমরেড স্ট্যালিন সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। সেই শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে মহান নেতার স্মরণ দিবস ৫ মার্চ উপলক্ষে সেই মূল্যবান ভাষণটির বঙ্গানুবাদ আমরা প্রকাশ করছি — সম্পাদক, গণদাবী)।

কমরেডস, ভ্রাতৃপ্রতিম যেসব পার্টি ও গ্রুপের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে আমাদের কংগ্রেসকে সফল হতে সাহায্য করেছেন বা যাঁরা বার্তা পাঠিয়ে কংগ্রেসকে অভিনন্দন ও আমাদের প্রতি শুভকামনা জানিয়েছেন, তাঁদের সৌভ্রাত্রের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। (দীর্ঘ অভিনন্দনে হল ভরে যায়)। তাঁদের আস্থা আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ তা দেখায় যে, জনগণের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার জন্য আমাদের সংগ্রাম, যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শান্তি বজায় রাখার জন্য আমাদের সংগ্রামে পার্টিকে সমর্থন করতে তাঁরা প্রস্তুত। (দীর্ঘ ও সোচ্চার করতালি)।

আমাদের দল অপরাজেয় শক্তির অধিকারী, অতএব আমাদের আর কারও সমর্থন প্রয়োজন নেই এ কথা ভাবা ভুল, কারণ তা সত্য নয়। বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সমর্থন, সহানুভূতি ও আস্থা আমাদের দলের ও দেশের কাছে সর্বদা প্রয়োজন। আমাদের প্রতি তাঁদের সমর্থনের বৈশিষ্ট্য এই যে, যখনই তাঁরা আমাদের দলের শান্তি আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন জানান, তখন একই সঙ্গে তাঁরা শান্তি বজায় রাখার জন্য নিজ দেশের জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন করেন।

১৯১৮-১৯ সালে যখন ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা সোভিয়েটভূমির উপর সশস্ত্র আক্রমণ হেনেছিল, তখন 'রাশিয়া থেকে হাত ওঠাও' রণধ্বনি দিয়ে ব্রিটিশ শ্রমজীবী মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রকৃত সমর্থন একেই বলে। একদিকে শান্তির জন্য নিজের দেশের জনগণের লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন, অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন। কমরেড থোরেজ বা কমরেড তোগলিয়াত্তি ঘোষণা করেছেন, তাঁদের দেশের জনগণ সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে যাবে না। এই হল খাঁটি সমর্থন। কারণ ইতালি ও ফ্রান্সের শ্রমিক-কৃষক, যাঁরা শান্তির জন্য লড়ছেন, তাঁরা সর্বোপরি সোভিয়েট ইউনিয়নের শান্তি-আকাঙ্ক্ষার পাশে দাঁড়াচ্ছেন। এই পারস্পরিক সমর্থনের মূলে যেটা আছে তা হল, শান্তিকামী জনগণের স্বার্থের সঙ্গে আমাদের দলের স্বার্থের কোনও বিরুদ্ধতা না থাকা, বরং পরিপূরক হিসাবে তার মিলে যাওয়া। (সোচ্চার অভিনন্দন)। বিশ্বশান্তির প্রয়োজনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের চাওয়া-পাওয়া এক ও অভিন্ন। স্বাভাবিক ভাবেই ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির কাছ থেকে আমাদের পার্টি শুধু সমর্থন নেবে, দেবে না কিছুই, তা হতে পারে না। বিনিময়ে মুক্তির জন্য তাঁদের লড়াই, শান্তি বজায় রাখার জন্য তাঁদের সংগ্রামের প্রতি আমরা সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দেব। আর এটাই আমরা করছি (সোচ্চার অভিনন্দন)।

১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮ - ৫ মার্চ ১৯৫৩

১৯১৭ সালে ক্ষমতা দখল এবং পুঁজিবাদী ও সামন্তী দমনপীড়নের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমাদের দলের কর্মকাণ্ডের সাহসিকতা ও সাফল্য দেখে ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলি বলে, আমরা হলাম বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের 'শক ব্রিগেড'। এই নামকরণের পিছনে রয়েছে, আমাদের প্রতি তাঁদের আশার অভিব্যক্তি। তাঁদের আশা, 'শক ব্রিগেডে'র সাফল্য, পুঁজিবাদী শোষণের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত জনগণের যন্ত্রণার উপশম ঘটাবে। আমার মনে হয়, জার্মান ও জাপানি ফ্যাসিবাদের দাসত্বের কবল থেকে ইউরোপ ও এশিয়ার জনগণকে মুক্ত করার দ্বারা আমাদের দল তাঁদের আশার প্রতি সুবিচার করেছে।

যতদিন 'শক ব্রিগেড' হিসাবে আমরা একক ছিলাম, যতদিন অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে একা আমরা কাজ করেছি, ততদিন মর্যাদাময় ও মহান এই দায়িত্ব পালন ছিল অত্যন্ত কঠিন। আজ পরিস্থিতি বদলেছে। আজ চিন থেকে কোরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া থেকে হাঙ্গেরি, জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি নতুন 'শক ব্রিগেড' রূপে গড়ে উঠেছে। আজ আমাদের লড়াই অনেক সহজ হয়েছে, কাজ এগোচ্ছে সাবলীল ভাবে।

আজও যেসব কমিউনিস্ট, গণতান্ত্রিক, শ্রমিক-কৃষকের পার্টি ক্ষমতা দখল করতে পারেনি, দানবীয় বুর্জোয়া আইনের বুটের তলায় যাদের কাজ করতে হচ্ছে, তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। তাদের কাজটা আরও কঠিন। তবে আমাদের, রুশ কমিউনিস্টদের অনেক কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল, কারণ জারতন্ত্রের অধীনে প্রগতির পথে এক পা এগোনোই ছিল বিরাট অপরাধ। কিন্তু প্রতিবন্ধকতাকে ভয় না পেয়ে রুশ কমিউনিস্টরা মাটি কামড়ে লড়াই করে জয় ছিনিয়ে এনেছে। এই দলগুলিকেও তা-ই করতে হবে।

জারতন্ত্রের অধীনে রুশ কমিউনিস্টদের যে অসম্ভব কঠিন অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল, এইসব দলগুলিকে তা করতে হবে না কেন?

কারণ, প্রথমত, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংগ্রাম ও বিজয়ের দৃষ্টান্ত তাদের চোখের সামনে রয়েছে। কাজেই অপরের ভুলগুলি থেকে নিজেদের শুধরে নেওয়া ও অপরের সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ এই দলগুলির রয়েছে, যা তাদের কাজের গুরুভার অনেকটা লাঘব করেছে।

দ্বিতীয়ত, গণমুক্তির প্রধান শত্রু বুর্জোয়ারা বদলে গিয়েছে। তারা অনেক বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে, ফলে জনগণকে তারা হারিয়েছে এবং তার দ্বারা নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির কাজ সহজতর হয়েছে।

আজ কেবল বচনে বুর্জোয়ারা উদার সাজতে পারে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কথা তুলে ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু আসলে উদারতার লেশমাত্র তাদের নেই। তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ব্যক্তিস্বাধীনতা শুধু তাদেরই আছে যারা পুঁজির মালিক। বাকি সব নাগরিকই হল মানবদেহী কাঁচামাল, নিছক শোষণের পাত্র। ব্যক্তি ও জাতির সমানাধিকার আজ বুটের তলায়। পরিবর্তে মুষ্টিমেয় শোষকের জন্য সর্বপ্রকার অধিকার আর শোষিত সংখ্যাগরিষ্ঠের কোনও অধিকারই নেই। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও মুক্তির পতাকা ধূলায় লুণ্ঠিত। আমি মনে করি, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে পাশে পেতে চান, তবে আপনাদের, কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে সেই পতাকা তুলে ধরতে হবে, বহন করতে হবে। তা তুলে ধরার জন্য আর কেউ নেই।

অতীতে বুর্জোয়ারা ছিল জাতির নেতা, তারা জাতীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে 'সকলের উপরে' স্থান দিত। এখন 'জাতীয় স্বাধীনতার নীতির' লেশমাত্র নিয়ে তারা চলে না। বুর্জোয়ারা এখন জাতীয় স্বাধীনতা ও অধিকার ডলারের মূল্যে বিকিয়ে দিয়েছে। জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের পতাকা তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। যদি আপনারা দেশপ্রেমিক হিসাবে পরিচয় দিতে চান, জাতির নেতা হতে চান তবে আপনাদের, কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিদেরই তা তুলে ধরতে হবে। আর কেউ এটা করতে পারে না। এই হল বাস্তব পরিস্থিতি। স্বাভাবিকভাবে, যে সব কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক পার্টি আজও ক্ষমতা দখল করেনি, এই নতুন পরিস্থিতি তাদের কাজ হালকা করে দেবে। ফলে, যেসব দেশে আজও পুঁজির দাপট চলছে, সেখানে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি নিশ্চয় বিজয়ী হবে। (বিপুল অভিনন্দন)।

শহিদ মিনারে সমাবেশ

একের পাতার পর

বলা হয়েছে, সমগ্র কৃষি বিপণন ব্যবস্থাকে বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেওয়া হবে। বাস্তবে ৭০৫৭টি সরকারি মান্ডি বহুজাতিক কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হবে। ছোট বড় ২৯ হাজারের বেশি হাট কর্পোরেট মালিকদের দেওয়া হবে। যে চুক্তিচাষ কৃষককে বৃহৎ পুঁজিপতিদের শোষণের সামনে ঠেলে দেবে, সেই চুক্তিচাষকে কার্যকর করার কথা এতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পণ্য কিনতে পারবে। এর ফলে চাল ডাল রাই ফল ডিম মাছ দুধ সহ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। কোম্পানি-নির্ধারিত দামে সকলকে কিনতে হবে।

এ এক ভয়ঙ্কর আক্রমণ। কৃষকরা এটা মানবেন না। তাঁরা প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর। তাঁদের দৃপ্ত ঘোষণা— দিল্লি বর্ডারে ৭৩৬ জন কৃষকের প্রাণদান তাঁরা ব্যর্থ হতে দেবেন না। ২০২০ সালে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলেন, ওরা জানে না রাস্তায় বসে আইন পাল্টানো যায় না। কৃষকরা এর যোগ্য জবাব দিয়েছেন। দীর্ঘ ১৩ মাস শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মাথায় নিয়ে এই ঐতিহাসিক আন্দোলন সরকারকে কালা কৃষি আইন বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে। এবার সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে তৈরি ওই কৃষিনীতি ঘুরপথে কৃষক স্বার্থের মধুমাখা বুলির আড়ালে কার্যকর করার ষড়যন্ত্র করছে। তাই এই লড়াইকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে কৃষকরা। তারই প্রাথমিক ধাপ ছিল রাজ্যে রাজ্যে রাজধানী শহরে এই কৃষক সমাবেশ, যার আয়োজন করেছিল এ আই কে কে এম এস।

কেন্দ্রের কৃষিনীতির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে সংযুক্ত কিসান মোর্চা। ৫০০টি কৃষক সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত, যার অন্যতম এআইকেকেএমএস। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। এ দিনের সমাবেশে প্রধান বক্তা কমরেড শঙ্কর ঘোষ এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, ১৯৪৬-৪৭ সাল নাগাদ এই পশ্চিমবঙ্গে কৃষকরা ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কৃষকদের দাবি ছিল, ফসলের তিনভাগের এক ভাগ পাবে জমির মালিক, আর দুই ভাগ পাবে চাষিরা, যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে উৎপাদন করে। এই আন্দোলন একটা প্রবল রূপ নিচ্ছিল। একটা পর্বে এসে অবিভক্ত সিপিআই (যার মধ্যে তখন সিপিএম এবং সিপিআই-এমএল ছিল) নেতারা কৃষকদের বললেন, তোমরা ঘরে ফিরে যাও। আন্দোলন করা যাবে না। জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার পাশেই সবাইকে দাঁড়াতে হবে। নেহেরুকে বিব্রত করা যাবে না। আন্দোলনে সিপিআই-এর এই বিশ্বাসঘাতকতা কৃষকদের আহত করেছিল। এই সময় তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ। তিনি বললেন, আন্দোলন চলবে। এত বড় কৃষক অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করা যাবে না। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী ও কমরেড নীহার মুখার্জীকে নিয়ে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে সংগঠিত করতে লাগলেন। কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড তাপস দত্ত প্রমুখ নেতাদের পাঠালেন। তাঁরই পরিচালনায় মৈপীঠে গেলেন কমরেড বীরেন ব্যানার্জী, বেলেদুর্গা নগরে গেলেন কমরেড রেণুপদ হালদার, কমরেড অমর ব্যানার্জী। নিমপীঠ ফুটিগোদায় কমরেড ইয়াকুব পৈলান, বাইশহাটা মণিরতটে কমরেড সুধীর ব্যানার্জী, জটা-ভুবনেশ্বরীতে কমরেড কৃষ্ণ গাঁতাইত, গিলের ছাঁটে কমরেড পাঁচু কাঁসারী চাষিদের সংগঠিত করলেন। ১৯৫০ সাল নাগাদ আন্দোলন আবার তীব্রতর হল। এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতাতেই

সাতের পাতায় দেখুন

ভয়াবহ সংকটে কৃষক সমাজ

পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনের প্রস্তুতি

গুজরাট

২৫ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারের সমাবেশ থেকে কৃষক ক্ষেতমজুরদের পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে এআইকেকেএমএস। কেন্দ্রের এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বিল বাতিল, এমএসপি আইনসঙ্গত করা, গ্রামীণ মজুরদের বছরে ২০০ দিন কাজ ও দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি, সারের কালোবাজারি রোধ করে সস্তায় সার দেওয়ার ব্যবস্থা করা, খরা বন্যা ভাঙন রোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি দাবিতে দল মত নির্বিশেষে কৃষকদের নিয়ে গ্রাম কমিটি গঠন করে আন্দোলন তীব্রতর করার ঘোষণা হয়েছে। এ ছাড়া কৃষকদের মধ্যে রয়েছে বিদ্যুতের অস্বাভাবিক বিল করা নিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ। বর্ধমানের ভাতার থেকে এসেছিলেন শেখ বজলুর হক। ক্ষোভের সাথে বললেন, তিন লাখ ছাব্বিশ হাজার টাকা বিল পাঠিয়েছে। মিটার খারাপ। কিন্তু তা পাল্টাচ্ছে না। যেমন খুশি বিল করে দিচ্ছে। এর প্রতিবাদে এখানে এসেছি।

রাঁচি, ঝাড়খণ্ড

চণ্ডীগড়, হরিয়ানা

আগরতলা, ত্রিপুরা

একই অভিযোগ করলেন মন্তেশ্বরের দীননাথ হাজরা। একশো দিনের কাজ নিয়েও রয়েছে ব্যাপক ক্ষোভ। এই প্রকল্পে নতুন জব কার্ড ইস্যু করা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার দু'বছর ধরে কাজ বন্ধ রেখেছে। বছরে একশো দিন কাজ দেওয়ার কথা আইনে বলা হলেও ২৫-৩০ দিনের বেশি কাজ দেওয়া হয় না। এ ছাড়া রয়েছে এই কাজ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি। কাজ করেও বেতন পাননি বহু মজুর। রাজ্যে ৭ হাজার কোটি টাকা মজুরি বকেয়া, জানালেন মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার মহসিন মণ্ডল। নদিয়ার দেবগ্রামের চাষি মোরসালেম মোল্লা জানালেন, আমরা চাই মানুষ যেন সুখে থাকতে পারে। চাষ করে কৃষক যেন ফসলের ন্যায্য দাম পায়। জানালেন, পাঁচ বিঘা পাট চাষ করেছি, ৯০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। বিঘা প্রতি ১৮ হাজার। চাষ করে খরচটাই ঠিকমতো উঠছে না। কিছুটা অতিরিক্ত না হলে চাষি বাঁচবে কী করে? পশ্চিম মেদিনীপুরের কাঠালিয়ার তপন আদকের অভিযোগ, সার ও কীটনাশকের গুণমান নিয়ে। আগে যে জমিতে যতটুকু সারে কাজ হত এখন তাতে হয় না। এ দিকে সার নিয়ে চলছে কালোবাজারি। চাষ হয়ে উঠছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অথচ সরকার ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করছে না। বারো টাকা কেজি লঙ্কা। চাষের খরচ ওঠে তাতে? ক্ষোভের সাথে বললেন ঘাটালের রামকৃষ্ণ সামন্ত।

মোরাদাবাদ, উত্তরপ্রদেশ

এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ

পাটনা, বিহার

লক্ষ্মীপুর, আসাম

এআইএমএসএস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৮ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ ঘাটশিলায় প্রায় পাঁচশো প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রাজনৈতিক ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নিষ্কৃতি', শিবদাস ঘোষের 'গণ আন্দোলনের সমস্যা প্রসঙ্গে' এবং প্রভাস ঘোষের 'মহিলা সংগঠকদের কর্মপদ্ধতি প্রসঙ্গে' বইগুলি নিয়ে ক্লাস পরিচালনা করেন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কেয়া দে, সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি উপস্থিত ছিলেন।

কোচবিহারের অশ্বিনী বর্মনরা সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে সফল আন্দোলন করেছেন। তিনি জানালেন, ডিএপি সারের দাম গত ১৫ বছরে ১৮৮ শতাংশ বেড়েছে। পটাশ সারের দাম বেড়েছে ৭২৪ শতাংশ। কোম্পানিগুলি ইচ্ছামতো সারের দাম বাড়াচ্ছে। তুফানগঞ্জে ৭৫০ বস্তা সার উদ্ধার করা হয়েছে, পুণ্ডিবাড়িতে থানা ঘেরাও হয়েছে, ১০০০ বস্তা সার উদ্ধার হয়েছে এবং ন্যায্য মূল্যে বিক্রি হয়েছে। একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে আন্দোলন ছাড়া কৃষকের বাঁচার রাস্তা নেই। কেন সারের এত দাম বৃদ্ধি? কৃষক নেত্রী সান্ত্বনা দত্ত জানালেন, ভারত এক সময় সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ১৯৯০ সালে মনমোহন সিং সরকার উদার আর্থিক নীতি গ্রহণ করে। তারপর থেকেই ভারত সারের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ে। এখন ফসফেট এবং পটাশ পুরোটাই আমদানি করতে হয়। সে জন্য আমাদের দাবি সরকার পরিচালিত সার কারখানা পুনরুজ্জীবিত করে কৃষককে সস্তায় সার সরবরাহ করতে হবে।

খরা বন্যা নদী ভাঙনে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন কৃষকরা। এ দিনের সমাবেশে এই সমস্যার সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। এআইকেকেএমএস-এর নেতৃত্বে এ দিন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, তামিলনাড়ু, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতৃত্বে দেশব্যাপী আন্দোলনের যে পরিকল্পনা, এ দিনের সমাবেশ তাকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

ভুবনেশ্বর, ওড়িশা

মাদুরাই, তামিলনাড়ু

ঝুনঝুনু, রাজস্থান

আসামে দরংয়ে রেললাইনের দাবিতে গণঅবস্থান

আসামের দরং জেলা স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরও রেল যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত। জেলার সর্বস্তরের জনসাধারণ দীর্ঘদিন থেকে দাবি জানিয়ে আসছেন এই জেলায় রেলপথ স্থাপনের। জেলা থেকে নির্বাচিত নেতা-মন্ত্রীরা বছরের পর বছর শুধু আশ্বাসবাণী শুনিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুলতে গঠিত হয় ‘তেজপুর-মঙ্গলদৈ-গুয়াহাটি রেলপথ দাবি’ কমিটি। কমিটির উদ্যোগে গত এক বছর ধরে আন্দোলনের নানা কর্মসূচি পালিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি কমিটির নেতৃত্বে মঙ্গলদৈ শহরে এক গণঅবস্থান সংগঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন কমিটির সম্পাদক জিতেন্দ্র চলিহা ও উপসভাপতি অজয় আচার্য। পরে জেলাশাসকের প্রতিনিধি অবস্থানস্থলে উপস্থিত হয়ে রেলমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন।

এআইডিওয়াইও-র দিল্লি রাজ্য সম্মেলন

২৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লির বুরাড়িতে অনুষ্ঠিত হল এআইডিওয়াইও-র ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলন। দূষণ রোধে অবিলম্বে বহু সংখ্যক বৃক্ষরোপণ, দিল্লির সমস্ত কর্মহীনদের জন্য কাজের ব্যবস্থা, ঠিকাপ্রথা বাতিল করে স্থায়ী কাজ সহ যুবসমাজের নানা দাবি নিয়ে সম্মেলনে গোটা রাজ্য থেকে ব্যাপক সংখ্যক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন এসইউসিআই(সি)-র দিল্লি রাজ্য সম্পাদক প্রাণ শর্মা। শেষ অধিবেশনে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ বলেন, এআইডিওয়াইও শুধু কিছু দাবি তুলছে না, এই অসুস্থ সমাজব্যবস্থাকে বদলানোর জন্য যুবদের মধ্যে প্রস্তুতি গড়ে তুলতে এই সংগঠন বদ্ধপরিকর। বক্তব্য রাখেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দিব্যেন্দু মাইতি প্রমুখ। সম্মেলন থেকে ঋতু অসওয়ালকে সভানেত্রী ও মৌসম কুমারীকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

উচ্ছেদ ঃ শিয়ালদহ ডিআরএম-কে স্মারকলিপি

কলকাতার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাশীপুর-ঘোষবাগান অঞ্চলে ৫০ নম্বর এলাকায় রেল কলোনির বাসিন্দাদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে শিয়ালদহ ডিআরএম অফিসে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ দেখায় নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। শিয়ালদহ ইএসআই হাসপাতালের সামনে থেকে শতাধিক মানুষের মিছিল ডিআরএম অফিসের সামনে যায়। আরপিএফ বাধা দিলে সেখানেই বিক্ষোভসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাঁচজনের প্রতিনিধিদল মঞ্চের অন্যতম নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, শ্রমিক নেতা শান্তি ঘোষ ও অধ্যাপক মেঘবরণ হাইতির নেতৃত্বে ডেপুটেশন দিতে যান। সেখানে রেল আধিকারিক উচ্ছেদের পক্ষে বক্তব্য রাখলে প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। ডাঃ মণ্ডল জোরালো ভাবে অনৈতিক, আইনবিরুদ্ধ এই নোটিস বাতিলের দাবি করেন।

তিনি আধিকারিককে থামিয়ে বলেন, এটা যোগী বা মোদি রাজ্য নয়, যে দশ দিনের নোটিসে উচ্ছেদ করবেন! রেলের উন্নয়নে যদি মানুষকে সরাতেও হয়, তা হলে আইনি পথেই, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই তা করতে হবে। প্রতিনিধিরা প্রশ্ন তোলেন, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যে কেন উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হল? পুনর্বাসন ও জীবিকার সংস্থান ছাড়া উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প নেন এলাকার মানুষ।

এস ইউ সি আই (সি) প্রকাশিত সমস্ত বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে
প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট • ব্লক-৪ • স্টল নং - ১৫

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণে

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের শহিদ দিবস ২৭ ফেব্রুয়ারি পালিত হল এলাহাবাদের আজাদ পার্কে। সেখানেই তিনি ব্রিটিশ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে বীরের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। ‘সৃজন এক পহল’ পত্রিকার পক্ষ থেকে শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদের মূর্তিতে মাল্যদান, কবিতা পাঠ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বহু ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করেন।

ছত্তিশগড়ে ছাত্র বিক্ষোভ

কলেজগুলিকে ‘অটোনমাস’ না করা, সেমেস্টার প্রথা প্রত্যাহার সহ সরকার কর্তৃক শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ এবং শিক্ষা খাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ও রাজ্য বাজেটের ৩০ শতাংশ বরাদ্দ ইত্যাদি দাবিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ে বিলাসপুরের রাজীব গান্ধী চকে এআইডিএসও-র আহ্বানে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখান। নেহেরু চক পর্যন্ত মিছিল হয়।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রবীণ শর্মা, রাজ্য সম্পাদক জৈনপাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বিলাসপুর জেলা সভাপতি ত্রিলোচন সাহু, সম্পাদক সুরজ সাহু প্রমুখ।

খবরের কাগজ বিক্রেতাদের সম্মেলন গোয়ালিয়রে

মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়রের লক্ষ্মীবাই কলোনি কমিউনিটি হলে ২৫ ফেব্রুয়ারি হয়ে গেল ‘ভগৎ সিংহ অখবার হকার্স ইউনিয়ন’ (বিএএইচইউ)-এর প্রথম জেলা সম্মেলন। ঘরে ঘরে খবরের কাগজ বিক্রি করেন যে হকাররা, তাঁরা ভালো সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় হকার প্রকল্প চালু করে সরকার যাতে অবিলম্বে এঁদের বিমা ও পেনশনের ব্যবস্থা করে, সে জন্য আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ হয় সম্মেলনে। দাবি ওঠে, হকারদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাইকেল, বর্ষাতি, বৃষ্টিতে কাগজ ঢাকার জন্য ত্রিপল ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি লোকেশ শর্মা। উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক রূপেশ জৈন, আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক রচনা আগরওয়াল প্রমুখ। সম্মেলন থেকে যশপাল সিংকে জেলা সভাপতি, প্রদীপ মাহোরকে জেলা সম্পাদক করে ১৩ সদস্যের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

অভয়া ক্লিনিক ও নাগরিক কনভেনশন

২৩ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার হাঁসখালি পোল শান্তিনগর কলোনিতে জাস্টিস ফর আর জি কর বকুলতলা চুনাভাটির উদ্যোগে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ‘অভয়া ক্লিনিক’ অনুষ্ঠিত হয়। ডাক্তার, নার্স সহ মোট সাতজনের টিম শতাধিক মানুষের চিকিৎসা করেন। প্রেসার, সুগার ও ইসিজি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। মনীষী স্মৃতিরক্ষা কমিটি শিবির আয়োজনে বিশেষ ভূমিকা নেয়। স্থানীয় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য করেন।

নারী নিরাপত্তা ও অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে এবং শিশু-কিশোরদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হাঁসখালি পোলের সামনে নাগরিক কনভেনশনে মূল বক্তা ছিলেন জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্টের ডাঃ অঙ্কুশ ঘোষ।

পাঠকের মতামত

ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনা

গণদাবী ৭৭ বর্ষ ২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘এক দেশ এক ভোট’ লেখাটি অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং সময়োপযোগী হয়েছে। কিন্তু পড়ে মনে হল, একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ থেকে গেছে। ঠিকই বলা হয়েছে যে, আগে জিএসটি মারফৎ ‘এক দেশ এক ট্যাক্স’ স্লোগান তোলা হয়েছিল শাসকের তরফে, এখন বলা হচ্ছে ‘এক দেশ এক ভোট’। তার মানে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের হাতে সামগ্রিক কেন্দ্রীকরণের ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গণদাবীর লেখায় যা আসেনি তা হল, এরপর স্লোগান হবে, ‘এক দেশ এক নেতা’। এরপর আসবে ‘এক দেশ এক সংস্কৃতি’, ‘এক দেশ এক ভাষা’— যেগুলি আমাদের মতো বহু ভাষাভাষী, বহু জাতি-উপজাতি সমন্বিত দেশে বলার মানেই হল বাস্তবতাকে অস্বীকার করে শাসকের ইচ্ছা অনুযায়ী কতকগুলো বিষয় কেন্দ্রীকরণের অঙ্গ হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া। তা হলেই ফ্যাসিবাদের সাংস্কৃতিক-ভাষিক কেন্দ্রীকরণের কৌশল সফল হবে।

কাঞ্চন দাশগুপ্ত
ঢাকুরিয়া, কলকাতা

কেন এই দুর্গতি ?

এ কোন ভারতে আমরা আছি? এই প্রশ্ন আজকাল মনে প্রায় দিনই ঘোরাফেরা করছে। এই কি সেই মহান দেশ, এই কি সেই মহান ভারতবর্ষ যাকে নিয়ে এক সময় দেশ-বিদেশ গর্ব করত! আজ এ দেশকে দেখে দুঃখ হয়। বেড়েছে দেশের বেকারত্ব, বেড়েছে শিশু পাচার, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ আর ব্যাপক হারে মূল্যবৃদ্ধি, জাতিতে জাতিতে লড়াই। এই কি আমাদের যথার্থ স্বাধীনতা? এমন স্বাধীনতার জন্য কিন্তু মহান বিপ্লবীরা প্রাণ দিয়ে যাননি। প্রাণ দিয়েছিলেন সেই স্বাধীনতার জন্য যেখানে থাকবে না মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, বেকারত্ব, থাকবে না মূল্যবৃদ্ধি, থাকবে না অশিক্ষা। কিন্তু আজ দেখছি, যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে হিন্দু-মুসলিমের দাঙ্গা, ভাষা নিয়ে দাঙ্গা। কিছুদিন আগে কেন্দ্রের মোদি সরকার তামিলনাড়ু রাজ্যে জোর করে হিন্দি চাপাতে গেলে সেখানকার রাজ্য সরকার তার বিরোধিতা করেছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা খাতে সে রাজ্যের বরাদ্দ ছাঁটাই করে দিয়েছে। প্রতিবাদে সে রাজ্যের মানুষ আন্দোলনে নেমেছেন। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আসলে কেন্দ্রীয় সরকার জানে, মানুষে মানুষে যত বিভেদ তৈরি করা যায় ততই তার লাভ। জাতিতে-জাতিতে, রাজ্যে-রাজ্যে দাঙ্গা লাগাতে পারলে তারা বিনা বাধায় একের পর এক জনবিরোধী নীতি চালু করতে পারে। মানুষকে কী ভাবে আরও পদানত করা যায়, তার চেষ্টাই তারা করে চলেছে।

যে দেশে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরামের মতো দেশপ্রেমিকরা অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে দেশবাসীর জন্য সুস্থ জীবন ছিনিয়ে আনতে লড়াই করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের উত্তরসূরী হিসাবে এইরকম অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া কি আমাদের উচিত?

অরিজিৎ চ্যাটার্জী
বউবাজার, কলকাতা

আসামে যুবশিবির

আসামের গোয়ালপাড়া জেলার জলেশ্বর শহরে এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক সহ যুবজীবনের মূল সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনাসভা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি মদ, ভাং, ড্রাগস, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতি, অনলাইন লটারি বন্ধ করা, বেকারদের কর্মসংস্থান, বেকারভাতা প্রদান, শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলা প্রভৃতি দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আসাম রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিরিঞ্চি পেগু।

২৩ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর বক্তব্য রাখেন। তিনি যুবকদের উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যুগে যুগে যৌবনোদ্দীপ্ত যুবশক্তিই সমাজ-সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। মুখ্য বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট জননেত্রী এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চিত্রলেখা দাস। তিনি ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চিন বিপ্লব এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বীর শহিদদের আত্মোৎসর্গ এবং যুবকদের ভূমিকা তুলে ধরে এ দেশে সমাজপ্রগতির আন্দোলনে যুবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অটোকে অ্যাপে অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা

২৮ ফেব্রুয়ারি, পরিবহণ দপ্তরের ময়দান টেন্টে অটো রিক্সাকে অ্যাপের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে রাজ্যের পরিবহণ সচিবের সঙ্গে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস ও রাজ্য সহ-সভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষ, কলকাতা সার্বাবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড দেবু সাউ উপস্থিত ছিলেন।

এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে সরকারের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলা হয় কলকাতায় অটো নির্দিষ্ট রুটে চলে, একসময় অটো মিটারে চলত, আজ সে অবস্থা নেই। সার্ভিস প্রোভাইডার ওলা, উবের, র‍্যাপিডো সহ আরও কয়েকটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তাদের মুনাফার স্বার্থে রাজ্যের গণপরিবহণে অটোকে যুক্ত করবার প্রস্তাব করছে। কলকাতার সব রুটে অটো চলতে দেওয়া হয় না, যেমন পার্ক স্ট্রিট, হাওড়া ব্রিজ, রেড রোড, বিবাদি বাগ অঞ্চল সহ বেশ কিছু রাস্তা। অটোরিকশাকে অ্যাপে যুক্ত করলে নির্দিষ্ট রুটের অটো চালকদের জীবন-জীবিকার উপরে খড়্গ নেমে আসবে, পাশাপাশি কলকাতার রাজপথে সৃষ্টি হবে তীব্র যানজট। সার্ভিস প্রোভাইডাররাও ইচ্ছেমতো ভাড়া বাড়িয়ে জনসাধারণের উপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপাবে। পরিবহণ সচিব এ বিষয়ে আরও ভাবনা চিন্তা করার কথা বলেন। সমস্ত পরিবহণ ক্ষেত্রে সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করার প্রস্তাব রাখেন তিনি।

গণদাবীর স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য তথ্য

ফরম ৪ (রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। *প্রকাশের স্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩*
২। *প্রকাশের কাল ঃ সাপ্তাহিক*
৩। *মুদ্রকের নাম ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩*
৪। *প্রকাশকের নাম ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩*
৫। *সম্পাদকের নাম ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী, জাতি ঃ ভারতীয়, ঠিকানা ঃ ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩*
৬। *স্বত্বাধিকারী ঃ সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ঠিকানা ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩*

আমি, অমিতাভ চ্যাটার্জী, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য।

অমিতাভ চ্যাটার্জী
১.৩.২০২৫ *প্রকাশকের স্বাক্ষর*

জীবনাবসান

আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড রঘু বর্মন ৪ ফেব্রুয়ারি কুঞ্জনগরে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি বোন ম্যারোতে রক্ত উৎপাদন না হওয়ার সমস্যায় ভুগছিলেন।

মৃত্যুর খবর পেয়ে দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পীযূষকান্তি শর্মা, জেলা কমিটির সদস্য ও লোকাল সম্পাদক কমরেড কাকলি মহন্ত ও দলের কর্মী-সমর্থক সহ বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে যান এবং মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। কমরেড রঘু বর্মন ছিলেন অত্যন্ত সৎ, নিরহঙ্কার ও পার্টি-অনুগত। অত্যন্ত অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও তিনি কোনও সময়ই দলের কাজে অবহেলা করেননি। পুঁথিগত শিক্ষার সুযোগ পাননি তিনি, কিন্তু চারিত্রিক গুণাবলির জন্য সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। তাঁর পরিবারের সকলেই দলের অনুগামীতে পরিণত হন।

১১ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাসভবন চত্বরে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বহু মানুষ সভায় উপস্থিত হয়ে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। পার্টির স্থানীয় নেতারা শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন তাঁর আজীবন সংগ্রামের সাথী কমরেড রাখাল দাস। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে।

কমরেড রঘু বর্মন লাল সেলাম

দ্রুত কমার্শিয়াল লাইসেন্সের দাবিতে বাইক-ট্যাক্সি চালকদের মিছিল

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কলকাতা সাবার্বান বাইক-ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়নের আহ্বানে বাইক ট্যাক্সির কমার্শিয়াল লাইসেন্সের প্রক্রিয়া দ্রুত ও সরল করা, কোম্পানিগুলির (ওলা, উবের, র‍্যাপিডো, ইনড্রাইভ) যথেচ্ছাচার বন্ধ এবং নির্দিষ্ট ভাড়া তালিকা প্রকাশ সহ নানা দাবিতে ২৪ ফেব্রুয়ারি তিন শতাধিক বাইক-ট্যাক্সি চালকের বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজিত হয় কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সামনে।

সংগঠনের সভাপতি শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে চার সদস্যের প্রতিনিধি দল পরিবহণ সচিবের কাছে স্মারকলিপি দেন। বিক্ষোভ সভায় সম্পাদক দেবু সাউ বলেন, পরিবহণ সচিব দাবি মেনে নিয়ে মার্চ মাসে অন্তত তিনটি ‘ক্যাম্প মোডে’ বাণিজ্যিকীকরণের কাজটি সম্পন্ন করা এবং যে সমস্ত আরটিও-তে নানা কারণে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে তা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সার্ভিস প্রোভাইডার ওলা, উবের, র‍্যাপিডো, ইনড্রাইভ ইত্যাদি কোম্পানি যে ভাবে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ২০ শতাংশের বেশি সার্ভিস চার্জ কেটে নিচ্ছে, তা বন্ধ করার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে সচিব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কমার্শিয়াল নাম্বার প্লেট লাগাতে টাকা চাইলে তাদের শো-কজ করার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অবৈধ বাইক-ট্যাক্সি ও যাত্রীদের হয়রানি বন্ধ করারও দাবি জানানো হয়। বিক্ষোভ সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের অন্যতম সহ-সম্পাদক সঙ্কর্ষণ ঘোষ। সভা শেষে বাইক-ট্যাক্সি চালকদের সুসজ্জিত মিছিল হয়।

পানীয় জল ও নিকাশির দাবিতে ডেপুটেশন

পানীয় জল ও নিকাশির ব্যবস্থা এবং রাস্তার আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করার দাবিতে ৩ মার্চ দক্ষিণ কলকাতায় এসইউসিআই(সি)-র ঢাকুরিয়া-কসবা-বালিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ৯১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদিকা কমরেড অনুরূপা গায়েন এবং কমরেড বটকৃষ্ণ রায়মণ্ডল, কমরেড স্বস্তিকা মণ্ডল ও কমরেড প্রভাতী প্রামাণিক। কাউন্সিলর যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

শহিদ মিনারে সমাবেশ

তিনের পাতার পর

গঠিত হল এআইকেকেএমএফ, যার নাম পরবর্তীতে হয়েছে এআইকেকেএমএস।

তারপর থেকে এআইকেকেএমএস বহু আন্দোলন সংগঠিত করেছে। এ দিনের সমাবেশে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করে কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, এই সরকারও কেন্দ্রীয় কৃষি বিলের বিরুদ্ধে নীরব। রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দাবি করেছিলাম, আপনারা চাষির কাছ থেকে পাট কিনে চটকলগুলিতে বিক্রি করুন। আজও এই দাবি তারা মানল না। এই দাবি মানলে পাট চাষের সাথে যুক্ত পরিবারগুলোর এক কোটি মানুষ বাঁচত। সংগঠন দাবি করেছিল, চাষির কাছ থেকে ন্যায্য দামে আলু কিনুক সরকার, উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাছ থেকে চা কিনে সরকার বড় কোম্পানিকে বিক্রি করুক। সরকার চাষিদের কোনও দাবি মানছে না। তিনি বলেন, এগুলো নিয়ে আমরা কৃষক কমিটি গড়ে তুলে আন্দোলন গড়ে তুলব। রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের দাবি, আপনারা বিধানসভায় কেন্দ্রীয় কৃষি নীতির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব নিন। পরিষ্কার করে বলুন— কেন্দ্রীয় কৃষিনীতি আপনারা চালু করবেন না। কংগ্রেসের সমালোচনা করে তিনি বলেন, যে সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে কেন্দ্রের এই কৃষিনীতিতে তারা সাহায্য করছে। তিনি বলেন, আসলে কর্পোরেটের কাছে এদের সকলেরই টিকি বাঁধা।

এ দিনের সমাবেশে এ দেশে কৃষক আন্দোলনের পরম্পরা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ দেশে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, তেলেঙ্গানা আন্দোলন, সিঙ্গুর আন্দোলন, নন্দীগ্রাম আন্দোলন এবং সর্বশেষে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন— প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কৃষক তার ক্ষমতা-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, আমরা লড়ব, আমরা জিতব। আমরা আমাদের দুঃখের কথা বলার জন্য এই সমাবেশ করিনি। কৃষকের জীবন দুঃখে ভরা, সমস্যায় ভরা। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের দেখিয়েছেন, এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষক জমি হারিয়ে খেতমজুরে পরিণত হবে, সব হারাবে। এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্য রকম হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাদের বাঁচতে হবে এবং এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পাল্টাতে হবে।

তিনি বলেন, সংযুক্ত কিসান মোর্চার কাছে আমরা প্রস্তাব রেখেছি, দেশে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার গ্রামের মধ্যে অন্তত তিন লক্ষ গ্রাম কমিটি আমাদের গঠন করতে হবে। সর্বত্র মহাপঞ্চায়েত করতে হবে। সব কৃষক সংগঠনকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ রাজ্যে কুড়ি হাজার গ্রামের মধ্যে অন্তত চার হাজার গ্রাম কমিটি আমাদের করতে হবে। এ কাজে এআইকেকেএমএস-কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। তিনি বলেন, এ সংগ্রাম এক মহান সংগ্রাম। পুঁজিবাদের শৃঙ্খলে সমাজের অগ্রগতি আটকে আছে। আমাদের সেই অগ্রগতির দরজা খুলে দিতে হবে। এই সংগ্রামে কৃষকদেরও যোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজ্যের আর জি কর আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন, সরকারের কাজ খুনিদের খুঁজে বের করা। কিন্তু এখানে সরকার খুনিদের সাহায্য করছে। দিল্লি থেকে সিবিআই এল। রাজ্য পুলিশের রিপোর্টের বাইরে যেতে পারল না সিবিআই। এখানেই ঐক্য— বুর্জোয়া শ্রেণি ঐক্য। দুই সরকারই অপরাধীদের আড়াল করছে। সমাবেশে এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি কমরেড পঞ্চানন প্রধান।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রাজ্যে আন্দোলন সংক্রান্ত পাঁচটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একক কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে এই সমাবেশ কৃষক আন্দোলনে অবশ্যই গতি সঞ্চার করবে।

এ আই ডি ওয়াই ও-র উদ্যোগে সভা

এআইডিওয়াইও কলকাতা জেলার পক্ষ থেকে এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের 'সামাজিক আন্দোলনে যুব সমাজের ভূমিকা' বইটি নিয়ে আলোচনাসভা হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসে। অংশগ্রহণকারীরা প্রশ্নভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল বক্তব্য রাখেন। শেষে এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সমর চ্যাটার্জী ও সভাপতি কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস।

খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িক উস্কানি মতলববাজদের ষড়যন্ত্রেই

শারীরিক সুস্থতা, দৈহিক শক্তিবৃদ্ধি এবং মানসিক আনন্দের অন্যতম উৎস খেলাধূলা। প্রায় তিন হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রিসে সংগঠিত খেলাধূলার সূচনা বলে জানা যায়। সেই সময় প্রধানত সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ও শিকারি হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্য খেলা ব্যবহৃত হত। ক্রমাগত সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে খেলাধূলার নানা বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন দেখা যায়। বর্তমানে বিশ্বে ফুটবল, ক্রিকেট, লন-টেনিস, হকি, রাগবি, বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এ ছাড়াও গোটা বিশ্ব জুড়ে আরও অসংখ্য খেলা রয়েছে, প্রতিটি খেলারই নিজস্ব শৈলী ও সৌন্দর্য আছে।

প্রতিটি মানুষই জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খেলাধূলার সাথে যুক্ত থাকেন। নিজে খেলোয়াড় না হলেও অসংখ্য মানুষের কাছে খেলার মাঠের লড়াই, সুস্থ প্রতিযোগিতা একটি আনন্দময় বিনোদন। মহাদেশ বা দেশভেদে আবার কোনও কোনও খেলার বেশি জনপ্রিয়তা দেখা যায়। যেমন ক্রিকেট দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ব্যাপক জনপ্রিয়, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে ফুটবল, আমেরিকার দেশগুলোতে বাস্কেটবল প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা ক্রিকেট। কপিলদেবের নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে বিশ্বকাপ জয়কে কেন্দ্র করে ক্রিকেট নিয়ে দেশের মানুষের আবেগ এক অন্য মাত্রায় পৌঁছায়। ২০১১-তেও ভারতবর্ষ ক্রিকেট বিশ্বকাপে জয়ী হয়।

ক্রিকেটের এই জনপ্রিয়তাকে আমাদের দেশের তথাকথিত ভোটসর্বস্ব দলগুলো ও শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বারবার ব্যবহার করে এসেছে, ইদানিং যার নিকৃষ্ট চেহারা আবার দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ২০২৫-এ ভারত বনাম পাকিস্তানের ম্যাচকে কেন্দ্র করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে গোটা দেশ জুড়ে ধর্মীয় উন্মাদনা, বিদ্বেষ, হিংসার বাতাবরণ তৈরি করা হল, যা কখনই খেলাধূলার ক্ষেত্রে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে না। কথাতেই আছে, 'স্পোর্টসম্যান ইজ জেন্টলম্যান'। খেলাধুলো যেমন লড়াই করতে শেখায়, পাশাপাশি একতা, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সম্মানের সম্পর্কও গড়ে তোলে। খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে সুন্দর সংস্কৃতির আদান প্রদান হয়। খেলার ময়দানে এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ইতিহাস।

কিন্তু এখন ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচগুলোকে শাসক শ্রেণি ও তাদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদমাধ্যম এমন ভাবে তুলে ধরছে তাতে মনে হবে, এ যেন দুটো দেশের সাধারণ মানুষের যুদ্ধ। এক-একটা ম্যাচকে কেন্দ্র করে উগ্র হিন্দুত্বের, বিদ্বেষের জিগির তোলা হচ্ছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এলেই কিছু কিছু মিডিয়া হিন্দু-মুসলিম দ্বৈরথের মানসিকতা উসকে দিয়ে উত্তেজনা তৈরি করতে চায়, যা বিজেপি জমানায় নিঃসন্দেহে আরও বাড়ছে। অথচ এর আদৌ কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। ভারতীয় দলে শুধু হিন্দু ধর্মের খেলোয়াড়রাই খেলেন এমন তো নয়। এখানে বিভিন্ন ধর্ম, রাজ্য, ভাষা, সংস্কৃতির খেলোয়াড়রা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ধর্ম, জাত-পাত এসবের প্রসঙ্গ তো খেলার মাঠে আসারই কথা নয়। তা হলে একটা ম্যাচকে কেন্দ্র করে এরকম ধর্মীয় উন্মাদনা কেন?

আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরির রাজনীতির আওয়াজই আজ খেলার ময়দানেও শোনা যাচ্ছে। এ বারের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাকিস্তান পরাজিত হওয়ার পর এখানকার মুসলমান ধর্মের মানুষদের নানা ভাবে আক্রমণের লক্ষ্য করা হয়েছে। বিখ্যাত গীতিকার জাভেদ আখতার ভারতবর্ষের জয় নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করায়, তাঁকেও নানা ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ভাঙা হয়েছে সংখ্যালঘু মানুষের দোকানঘর। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচ নিয়েও একই ভাবে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে।

তবে শত অপচেষ্টা সত্ত্বেও খেলার মাঠের স্বাভাবিক সৌজন্য, বন্ধুত্বের ছবি পাওয়া গেছে এবারও। ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচে ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা সযত্নে বাংলাদেশের এক খেলোয়াড়কে জুতোর ফিতে বেঁধে দিলেন। আবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে দেখা গেল, ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বর্তমানের সেরা খেলোয়াড় বিরাট কোহলি পাকিস্তানের খেলোয়াড় নাসিমের কিংবা পাকিস্তানের হায়দার ভারতের হার্দিক পান্ডিয়ার জুতোর ফিতে সযত্নে বেঁধে দিচ্ছেন। আবার এই ম্যাচেই যখন বিরাটকোহলির অসাধারণ সেঞ্চুরির পর পাকিস্তানের ইসলামাবাদে শত শত জনতা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দেয়, ম্যাচের শেষে খেলোয়াড়রা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব বিনিময় করে, সেইসব মুহূর্তে জয় হয় স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের। মনে হয়, শাসকের ছড়ানো ঘৃণা এবং বিদ্বেষ খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতাকে, মানুষের স্বাভাবিক সৌজন্য বোধকে আজও পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারেনি।

ইতিহাস ও বিজ্ঞানের শিক্ষা বলে, যুগে যুগে শাসকরা নিজেদের দ্বারা সংগঠিত শোষণ অত্যাচারকে ভোলাতে বারবার উগ্র ধর্মান্ধতার জিগির তোলে, ধনকুবেররা নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে খেলাধূলাকে পণ্যে পরিণত করতে চায়। এরা সকলেই খেলাধূলার আসল প্রাণসত্তাকে ধ্বংস করতে চায় নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে। আজও চারিদিকে খেলাধূলার নামে চলছে অনলাইন জুয়ার ব্যবসা, কোটি কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আজ প্রতিটি ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের উচিত এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, প্রতিবাদে সামিল হওয়া। একমাত্র এই পথেই আমরা খেলাধূলার প্রকৃত তাৎপর্যকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে আরও সুন্দর ও বিকশিত করতে পারব।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 30 Bengali Weekly March 7, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

ছাত্র ধর্মঘটে টিএমসিপি-র হামলা

একের পাতার পর

জেলার খ্রিস্টান কলেজ সহ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুষ্কৃতী এবং পুলিশ যৌথ আক্রমণ চালায়। সারা রাজ্যে এই আক্রমণে ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী কর্মী অহত হয়েছেন। ১৩ জনের আঘাত গুরুতর। পুলিশ নৃশংস আক্রমণ নামিয়ে এনে ১১ জন ছাত্র নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

পাঁশকুড়া বনমালী কলেজে আন্দোলনরত এআইডিএসও ছাত্রীর উপর তৃণমূল গুন্ডাদের হামলা

১ মার্চ শিক্ষামন্ত্রী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করা, কলেজগুলিতে থ্রেট কালচার বন্ধ করা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে চরম দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিতে যান। ছাত্রদের কথা শোনার ধৈর্য না দেখিয়ে মন্ত্রীর কনভয় ছাত্রদের ধাক্কা মেরে ছুটতে শুরু করে, তাঁর গাড়ি ও তৃণমূলের এক নেতার গাড়ির ধাক্কায় দু'জন ছাত্র গুরুতর আহত হন। সারা রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এর প্রতিবাদে ধিক্কারে ফেটে পড়েন। এই বর্বরোচিত ঘটনার প্রতিবাদেই ৩ মার্চ রাজ্য জুড়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয় এআইডিএসও।

এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায় বলেন, শত বাধা উপেক্ষা করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্র সমাজকে আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা তৃণমূল এবং পুলিশের এই যৌথ আক্রমণকে তীব্র নিন্দা করছি। প্রতিবাদে ৪ মার্চ রাজ্যজুড়ে ধিক্কার দিবস পালনের আহ্বান জানায় এআইডিএসও।

কলেজে এবং ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে শাসকের থ্রেট সিন্ডিকেট এবং দুর্নীতির প্রতিবাদে, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবি জানিয়ে মার্চ মাস জুড়ে সারা রাজ্যে জুড়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সংগঠন। ৪ মার্চ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান, ৬ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান সহ মার্চ মাস জুড়ে রাজ্যব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান অনুষ্ঠিত হবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শিবাশিস প্রহরাজ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বাঁচানোর দাবিতে এবং ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার আন্দোলনকে তীব্রতর করার ধারাবাহিক সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য দেশের ছাত্রসমাজের কাছে আহ্বান জানান। ৪ মার্চ সর্বভারতীয় সংহতি দিবসের আহ্বান জানান তিনি। বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের উপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়ার তীব্র নিন্দা করেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিকেটিংরত এআইডিএসও কর্মীরা। ৩ মার্চ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের গাড়িতে আহত এআইডিএসও কর্মী

ট্রেন লেট ও রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে
খড়গপুর ডিআরএম বিক্ষোভ ও গণডেপুটেশন

রেলের সময় সারণি মেনে সমস্ত ট্রেন চালানো, আগাম ঘোষণা না করে, গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছাড়া হঠাৎ করে কোনও ট্রেন বাতিল না করা, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গতিবেগ না বাড়িয়েই তার গায়ে এক্সপ্রেস ট্রেনের তকমা লাগিয়ে বর্ধিত ভাড়া আদায় বন্ধ করা, রেলের সার্বিক বেসরকারিকরণের যাবতীয় পদক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করা, যাত্রী সুবিধার্থে প্রতিটি স্টেশনে বিনামূল্যে পরিচ্ছন্ন শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা সহ ১২ দফা দাবিতে ২৭ ফেব্রুয়ারি এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে খড়্গপুর ডিআরএম অফিসে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্মারলিপিতে বেলদা, বালিচক, সহ একাধিক জায়গায় রেলপথ স্থাপন, স্টেশনে যাত্রীসুবিধা, ফ্লাইওভার নির্মাণ ও হকারদের জীবিকা রক্ষার দাবি জানানো হয়।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন গৌরীশঙ্কর দাস, মধুসূদন বেরা, নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, কনিকা চক্রবর্তী, অমিত মান্না এবং সরোজ মাইতি। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রণব মাইতি, মিনতি সরকার, অশোকতরু প্রধান, সুব্রত দাস, দীনেশ মেইকাপ, দীপক দাস অধিকারী, শঙ্কর মালাকার, সুরঞ্জন মহাপাত্র প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ বলেন, মালগাড়ি বা বন্দে ভারতের মতো ট্রেনগুলিকে মাত্রাতিরিক্ত অগ্রাধিকার দিতে গিয়েই এই বিপত্তি। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবিলম্বে ট্রেন দেরিতে চলার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন তাঁরা।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে ব্যাপক
ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দেশ জুড়ে অন্যায় ভাবে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারি অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের আহ্বানে শতাধিক ব্যাঙ্ককর্মী আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কলকাতা জোনাল অফিসের সামনে সারাদিন ধরে বিক্ষোভ-অবস্থানে সামিল হন। দাবি ওঠে, অবৈধভাবে ছাঁটাই কর্মীদের পুনর্বহাল করতে হবে। গেট বন্ধ থাকায় ব্যাঙ্কের কর্মীরা ঢুকতে না পেরে বাইরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। পরে পুলিশ এসে প্রথমে আন্দোলনকারীদের সাথে এবং পরে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করে। শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় রাজি হয়।

ব্যাঙ্কের জোনাল হেড প্রতিনিধিদলকে আলোচনার জন্য আহ্বান জানান। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি ডঃ পূর্ণচন্দ্র বেহেরা, সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল এবং সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস। তাঁরা সমস্ত ছাঁটাই কর্মচারীকে বেতন ও পদোন্নতি দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া, শ্রম আইন লঙ্ঘন না করা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা চালু করা, দ্বিপাক্ষিক নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বলবৎ করা সহ ৭ দফা দাবি জানান।

ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার সময় প্রতিনিধিদল ছাঁটাই কর্মীদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার লঙ্ঘন এবং তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যূনতম সুযোগ না দেওয়ার উল্লেখ করে বলেন, এঁদের ন্যায্য দাবি দ্রুত পূরণের আশ্বাস দিতে হবে। এ নিয়ে কয়েক দফা আলোচনার পর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মুম্বাইয়ে ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করেন এবং এ বিষয়ে সেখান থেকে কোনও সমাধান সূত্র পাওয়া গেলে তা নিয়ে প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে সম্মত হন।

প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়— যদি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যার সমাধান না করা হয়, তাহলে ইউনিয়ন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে এ জাতীয় আন্দোলন সংগঠিত করবে, যার মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় মুম্বাই।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com